১৪৬৪-বি.সি.ডব্লু, তাং:- ৩০/-৪/২০১০-এ সূচিত নির্দেশাবলীর মূল অংশের বঙ্গানুবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
মহাকরণ, কলকাতা-৭০০০০১

নং:- ১৪৬৪-বি.সি.ডব্লু/এম.আর.-৫৯/১০ **তাং:- ৩০/০৪/২০১০**

স্মারকলিপি
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্র প্রদানের নির্দেশাবলী

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর দরখাস্তগুলির নিষ্পত্তি করে শংসাপত্র প্রদানের জন্য সরকার কিছুদিন যাবৎ একটি সুসংহত নির্দেশাবলী জারি করার কথা চিন্তা করেছে, যাতে এই শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে কী ধরনের নথিপত্র লাগবে তা নির্দিষ্ট থাকে।

এখন বিভিন্ন সময়ে জারি করা নির্দেশগুলির পরিমার্জন ও সম্প্রসারণ করে মাননীয় রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী তৈরী করা হয়েছে যাতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্র প্রদানের জন্য দ্রুত দরখাস্ত গ্রহণ করা এবং নিষ্পত্তি করা যায়।

১। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্র প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত একটি নির্দেশনামা -(নং ৩৭৪ (-৭১)-টি.ডব্লু/ ই.সি./এম.আর-১০৩/৯৪ তাং- ২৭/৭/১৯৯৪) জারি করা হয়েছিল। ঐ নির্দেশনামা অনুসারে মহকুমাগুলির ক্ষেত্রে মহকুমা শাসক এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা শাসক (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জেলা শাসক দ্বারা নির্দিষ্ট) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্র প্রদানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। উক্ত নির্দেশের সাথে দরখাস্তের একটি বয়ান ছাপা হয়েছিল। উক্ত কর্তৃপক্ষ এবং দরখাস্তের বয়ান অপরিবর্তিত থাকবে।

২। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্রের বয়ানের ক্ষেত্রে নং ৮৯৯ (৮৫)-বি.সি.ডব্লু/এম.আর./৪২/১০ তাং:- ১২/৩/২০১০ দ্বারা যে বয়ানটি প্রচারিত হয়েছে তা অপরিবর্তিত থাকবে। শংসাপত্রের বয়ানটি এই আদেশনামার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে।

৩। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে শংসাপত্র প্রদানের নির্দেশানুসারে বিভিন্ন ব্লকের ক্ষেত্রে ব্লক উন্নয়ণ আধিকারিকরা হলেন সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ। কলকাতা বাদে পুরসভা এলাকাগুলিতে, মহকুমা শাসক দ্বারা নির্দিষ্ট আধিকারিক (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদাধিকারী) হলেন সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ। কলকাতার ক্ষেত্রে সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ হলেন জেলা উন্নয়ন আধিকারিক, কলকাতা।

৪। উপরিউক্ত নির্দেশে উল্লেখ ছিল যে, তপশিলী জাতি/তপশিলী জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানের জন্য যে প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে তারই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীদের শংসাপত্র প্রদান করা যাবে। ঐ নির্দেশ এই আদেশনামা অনুযায়ী পরিমার্জন ও সংস্কার সাপেক্ষে সাধারনভাবে বলবৎ থাকবে।

৫। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্লকে বসবাসকারী আবেদনকারীরা তাঁদের নির্দিষ্ট ব্লক অফিসে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। একটি মহকুমার অধীনে পুরসভা এলাকায় বসবাসকারী আবেদনকারীরা নির্দিষ্ট মহকুমা শাসকের অফিসে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। কলকাতার ক্ষেত্রে জেলা উন্নয়ন আধিকারিকের (কলকাতা) দপ্তরে জমা করা যেতে পারে। জেলা উন্নয়ন আধিকারিক (কলকাতা) কলকাতা পৌরনিগমের বোরো অফিসগুলিতে দরখাস্ত জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। দরখাস্ত গ্রহণকারী অফিসগুলি আবেদনকারীদের দরখাস্ত জমা দেওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবারগুলিতে তাঁদের দাবীর স্বপক্ষে শুনানীতে নথিপত্রসহ অংশগ্রহন করার জন্য আহ্বান জানাবেন।

৬। এক্ষনে,অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীদের শংসাপত্রের দরখাস্তের নিষ্পত্তিকরণের জন্য ৬টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। সেগুলি হল:

ক) আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।
খ) তাঁকে ১৫/৩/১৯৯৩ থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
গ) তাঁকে বর্তমান ঠিকানায় সাধারণ বাসিন্দা হতে হবে।
ঘ) তাঁকে উক্ত গোষ্ঠী বা শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।
ঙ) তাঁর পরিচিতি।
চ) আবেদনকারী অবশ্যই ক্রিমি লেয়ারের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।

৭। প্রায়শই অভিযোগ আসে যে, শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ একটি মাত্র শর্ত প্রমাণের জন্য একাধিক নথিপত্র দাবী করেন। নথিপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কোন বিভ্রান্তি দূর করতে এটা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে উপরের ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তের প্রমাণের স্বপক্ষে প্রতিটি বিষয়ের জন্য নিম্নোক্ত তথ্যগুলির যে কোন একটিই প্রমান হিসাবে যথেষ্ট।

ক) **নাগরিকত্বের জন্য :-**

১) নাগরিকত্বের শংসাপত্র।
২) আবেদনকারীর নিজের বা তাঁর পিতামাতার নির্বাচনী পরিচয় পত্র।
৩) আবেদনকারীর নিজের বা তাঁর পিতামাতার প্রত্যয়িত ভোটার তালিকা।
৪) নিজের অথবা পিতামাতার প্যান কার্ড।
৫) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জন্মের শংসাপত্র।
৬) পিতা বা মাতার জাতিগত শংসাপত্র।
৭) নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য যে কোন সরকারী নথি।

নোট- এই সকল নথিপত্রের সত্যতার বিষয়ে তখনই প্রশ্ন করা চলবে, যখন দৃঢ় কারণযুক্ত ধারণা থাকবে যে, এই সকল নথিপত্র ভুল তথ্য দিয়ে সংগৃহীত করা হয়েছে।

খ) **স্থায়ী বাসস্থানের জন্য :-**

১) জমি সংক্রান্ত দলিল অথবা জমির খাজনার রসিদ।
২) ভোটার তালিকা যার ভিত্তিতে প্রমান হয় যে ১৯৯৩ থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা।
৩) জন্মের শংসাপত্র যার ভিত্তিতে প্রমাণ হয় যে ১৯৯৩ থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা।
৪) রেশন কার্ড যার ভিত্তিতে প্রমান হয় যে, ১৯৯৩ থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা।
৫) পিতা অথবা মাতার জাতিগত শংসাপত্র।
৬) ১৯৯৩ সাল থেকে বসবাসের প্রমাণের জন্য যে কোন সরকারী নথিপত্র।

গ) **স্থানীয় বাসস্থানের জন্য :-**

১) জমির দলিল অথবা জমির খাজনার রসিদ।
২) আবেদনকারীর নিজের বা তাঁর পিতামাতার নির্বাচনী পরিচয় পত্র।
৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে শংসাপত্র।
৪) পিতা বা মাতার জাতিগত শংসাপত্র।
৫) জন্ম শংসাপত্র।
৬) রেশন কার্ড।
৭) ভাড়ার রসিদ।
৮) জাতীয় ব্যাঙ্ক, গ্রামীন ব্যাঙ্ক, ডাকঘরের বা সমবায় ব্যাঙ্কের পাশ বই।
৯) দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কার্ড।
১০) যে কোন সরকারী নথি যার দ্বারা স্থানীয় বাসস্থানের প্রমাণ হয়।

ঘ) **শ্রেণী পরিচিতি :-**

১) পিতৃকূলের রক্তের সম্পর্কিত কারও জাতিগত শংসাপত্র এবং সেই সম্পর্কের প্রমাণ।
২) জমির পুরনো দলিলের প্রতিলিপি (১৯৫০ সালের পূর্বে) যাতে শ্রেণীর নাম উল্লিখিত আছে।
৩) যে কোন সরকারী নথি যাতে শ্রেণীর পরিচিতি প্রমাণিত হয়।

ঙ) **পরিচিতির জন্য :-**

১) পরীক্ষার প্রবেশ পত্র।
২) ভোটারের পরিচয়পত্র।
৩) প্যান কার্ড।
৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে জন্মের শংসাপত্র।
৫) শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকারীর দেওয়া পরিচয় পত্র।
৬) ব্যাঙ্ক একাউন্টের পাশবই।
৭) দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীর ব্যক্তির কার্ড।
৮) যে কোন সরকারী নথি যা দ্বারা পরিচিতি প্রমাণিত হয়।

চ) **ক্রিমি লেয়ার :-**

১) নিয়োগকারীর কাছ থেকে পিতা ও মাতার আয় সংক্রান্ত শংসাপত্র (আবেদন পূরণ করা থেকে যা তিন মাসের অধিক পুরানো হবে না)।

২) পিতা ও মাতার বিগত তিন বছরের আয়কর রিটার্ন।

৩) যদি চাকুরীজীবি না হন, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা আয় সংক্রান্ত শংসাপত্র (আবেদন পূরণ করা থেকে যা তিন মাসের অধিক পুরানো হবে না)।

৪) যে কোন সরকারী নথি যা থেকে পিতা ও মাতার আয় প্রমাণিত হয়।

৮। উপরে উল্লিখিত তালিকাতে গ্রাম প্রধান, পৌরসভার সভাপতি, পৌরসভার পুরপিতা, বিধায়ক এবং সাংসদদের দেওয়া শংসাপত্র অন্তর্ভূক্ত হয়নি। ৭ক) থেকে চ) -এ উল্লিখিত শংসাপত্রগুলির কোনোটি না পাওয়া গেলে গ্রাম প্রধান / পৌরসভার সভাপতি / পৌরসভার পুরপিতা / বিধায়ক বা সাংসদদের দেওয়া শংসাপত্রের যে কোন একটি এবং সেইসঙ্গে অনুসন্ধানের প্রতিবেদন এবং শুনানীর বিবরন বিচার করে আবেদনকারীর যোগ্যতা নির্ধারন করতে হবে।

৯। এটা উল্লেখ্য যে একজন আবেদনকারী তাঁর দাবীর স্বপক্ষে কোন রকম নথিপত্র সমন্বিত প্রমান ছাড়াও আবেদন করতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাতিগত শংসাপত্র, বাসস্থান বা নাগরিকত্বের নথিপত্র প্রমানের অভাবে কোন আবেদন প্রত্যাখান করা যাবে না। এই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের শংসাপত্র বা স্থানীয় পুরপিতার শংসাপত্র এবং সেই সঙ্গে অনুসন্ধানের প্রতিবেদন আবেদনপত্রের নিষ্পত্তির পক্ষে যথাযথ বলে বিবেচিত হবে।

১০। প্রচলিত নির্দেশ অনুযায়ী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্রের আবেদন করতে গেলে আবেদনকারীর বয়স সীমা ৪ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত আবেদনকারীগণের বয়স ৪০ অতিক্রম করে গেলেও চাকুরীর সুযোগ পেতে পারেন সেই জন্য শংসাপত্রের আবেদন করতে গেলে যে বয়স সীমার বিধি নিষেধ আরোপিত আছে তা এর দ্বারা প্রত্যাহার করা হল। অতএব অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্র মঞ্জুর করার জন্য কোন বয়সের প্রমাণপত্র লাগবে না।

১১। এটা অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্রের জন্য বেশীর ভাগ আবেদনকারী তাদের গোষ্ঠী পরিচিতির প্রমাণ হিসাবে তাঁদের পৈতৃক রক্ত সম্পর্কিত শংসাপত্র জমা দিতে পারেন না। এর আরও একটা কারণ হল বেশ কিছু গোষ্ঠী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় সম্প্রতি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সেই সকল ক্ষেত্রে তাঁদের গোষ্ঠী পরিচিতি ক্ষেত্র-অনুসন্ধান এবং গনশুনানীর মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। এই সকল ক্ষেত্রে পরিচিতি করণ সহজ করার জন্য এই নির্দেশ নামার সঙ্গে সংযোজিত বয়ানে আবেদনকারীর থেকে একটি হলফনামা চাওয়া যেতে পারে যেখানে আবেদনকারিকে ঘোষনা করতে হবে যে, শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্যতা তাঁর আছে। ক্ষেত্র-অনুসন্ধান এবং শুনানীতে যদি কোন বিরূপ প্রমান পাওয়া না যায়, তবে আবেদনকারীর শ্রেণীগত পরিচয় এবং শংসাপত্র লাভের যোগ্যতা নিরূপনের জন্য হলফনামাটি গ্রহন যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১২। প্রায়শই অভিযোগ আসে যে, একজন আবেদনকারী জাতিগত প্রমানের জন্য আবেদনকারীকে স্থানীয় ৫, এমনকি ১০ জন ব্যক্তির বিবৃতি উপস্থাপিত করতে বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় সেই ধরনের বিবৃতি শিক্ষক বা সরকারী কর্মিদের কাছ থেকেও গ্রহন করে দাখিল করতে বলা হয়। এতে আবেদনকারীর অযথা হয়রানি হয়। এই প্রসঙ্গে এটা পরিস্কার করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, শংসাপত্রের আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য এ ধরনের বিবৃতির কোন প্রয়োজন নেই। যেখানে শংসাপত্র পাওয়ার জন্য উপযুক্ত নথিপত্র নেই, সেক্ষেত্রে ক্ষেত্র-অনুসন্ধান বা গণশুনানী গ্রহণ করতে হবে। এই সকল অনুসন্ধান বা শুনানীতে স্থানীয় ব্যক্তিদের দেওয়া সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় ব্যক্তিদের থেকেও এজাহার নেওয়া যেতে পারে। শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন কোন নথিপত্র ছাড়া বা অপর্যাপ্ত নথিপত্র সহ হলে ক্ষেত্র-অনুসন্ধান / শুনানী এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত/ পুরসভা থেকে পাওয়া শংসাপত্র এবং হলফনামার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৩। শংসাপত্র প্রদানের সকল দরখাস্ত সময়মতো নিষ্পত্তিকরণের জন্য নিয়মিত ব্যবধানে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করতে হবে। এই সকল শিবিরে দরখাস্ত গ্রহণ, গণশুনানী এবং শংসাপত্র বিতরণ করতে হবে। এই শিবিরগুলি এমন ভাবে সংগঠিত করতে হবে যে, দরখাস্তগুলির জমা পড়ার তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তিকরণ করা যায়। যেহেতু বেশীর ভাগ আবেদনকারী বিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, তাই এই সকল শিবিরগুলি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজন করতে হবে।

১৪। ক্রিমি লেয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে :-

ক) প্রথমত; পিতা ও মাতার (আবেদনকারীর নয়) অবস্থান সুনিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করতে হবে। যদি আবেদনকারীর পিতা বা মাতার যে কোন একজন চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন সাংবিধানিক পদে থাকেন বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারে প্রথম শ্রেণী অথবা 'ক' শ্রেণীভুক্ত পদাধিকারী হন, তাহলে তাঁকে ক্রিমি লেয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যদি পিতামাতার উভয়ই চল্লিশ বছরের পূর্বে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণী বা 'খ' গোষ্ঠীভুক্ত চাকুরীতে বহাল থাকেন তবে তাঁকেও ক্রিমি লেয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

উক্ত সকল ক্ষেত্রে পিতা মাতা অবসর নিলে বা অবসরের পর মারা গেলেও অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে। যদি চাকুরীরত অবস্থায় পিতা বা মাতা গত হন বা তারা সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষম হয়ে যান সেই ক্ষেত্রে আবেদনকারী ক্রিমি লেয়ার হিসাবে বিবেচিত হবেন না।

খ) সরকারী চাকুরীরত ব্যক্তিগণের পুত্র বা কন্যাদের ক্ষেত্রে ক্রিমিলেয়ার নির্ধারণের জন্য যে মাপকাঠি দেওয়া হয়েছে তা সমানভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানে তুল্যমূল্য পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পুত্র বা কন্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এমনকি বেসরকারী পদে নিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদা যদি সরকারী পদের সঙ্গে সঠিকভাবে তুলনা করা যায়, তবে একই নীতি ঐ বেসরকারী পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পুত্র বা কন্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যেখানে এই ধরনের তুলনা সম্ভবপর নয় সেখানে আয়ের প্রমাণ এবং সম্পত্তির প্রমাণ বিবেচিত হবে।

গ) যখন আবেদনকারীর পিতা মাতার চাকুরী বা পদের উপর ভিত্তি করে ক্রিমি লেয়ারের মর্যাদা নিরূপন করা হয় তখন তাঁদের আয়ের পরিমানের উপর ক্রিমি লেয়ার নির্ধারিত হবে না। অতএব সরকারী দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থা, শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সন্তানরা যাঁরা পদমর্যাদার ভিত্তিতে ক্রিমি লেয়ার শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবেন না, তাঁদের পিতামাতার যদি শুধুমাত্র অন্যান্য উৎস থেকে আয় ৪.৫০ লক্ষ টাকার বেশী হয় (বেতন বা কৃষি জমি থেকে আয় যুক্ত না করে), তবেই তাঁরা ক্রিমি লেয়ারের অন্তর্ভূক্ত হবেন।

ঘ) আয় বা সম্পত্তির প্রমাণ হিসেবে পিতা মাতার বেতন এবং অন্যান্য সূত্র (বেতন এবং কৃষিজমি ছাড়া) থেকে আয় আলাদা ভাবে নিরূপন করা হয়। যদি পিতা মাতার বেতন থেকে আয় বা অন্য সূত্র (বেতন এবং কৃষিজমি ছাড়া) থেকে আয়ের সীমা আলাদা ভাবে বার্ষিক ৪.৫০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে অথবা সম্পত্তিকর বিধি মোতাবেক পিতা-মাতা বিগত তিন বৎসর ধরে ছাড়ের ঊর্দ্ধসীমায় সম্পত্তির ভোগ দখল করেন তাহলে তাদের সন্তানেরা ক্রিমি লেয়ার হিসাবে বিবেচিত হবেন। অতএব যদি পিতা মাতার বেতন থেকে বাৎসরিক আয় ৪.৫০ লক্ষ টাকার কম হয় এবং তাঁদের অন্যান্য সূত্র থেকে বাৎসরিক আয় ৪.৫০ লাখ টাকার কম হয়, তাহলে এই দুই সূত্র থেকে তাঁদের আয়ের যোগফল বিগত তিন বৎসর ধরে বাৎসরিক ৪.৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে হলেও তাঁদের সন্তানেরা ক্রিমি লেয়ারের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যখন উক্ত প্রমান প্রয়োগ করা হয় তখন কৃষিজমি থেকে আয় গণ্য করা হয় না। এই প্রমাণ যাঁদের বেতন থেকে আয় নেই বা থাকলেও তাঁদের চাকুরীগত মর্যাদা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের চাকুরীর সাথে তুলনা করা সম্ভব নয় কেবলমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৫। সাধারণভাবে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্রের আবেদন জমা করার তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পক্তি করতে হবে। একবার জমা দেওয়ার পরে একজন আবেদনকারীর তাঁর আবেদনপত্রটি কী অবস্থায় আছে তা জানার অধিকার আছে। যদি আবেদনকারী দাবী করেন, তাহলে তাঁকে তাঁর আবেদনের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে হবে।

১৬। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্রের জন্য নতুন আবেদন পত্রের বয়ান (প্রচলিত বয়ানের সামান্য সংশোধন করে) তৈরী করা হয়েছে, এবং সংশিষ্ট সকলকে জ্ঞাত করা হয়েছে। শংসাপত্রের জন্য উভয় বয়ানই (পুরানো বা নতুন) পূরণ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। বয়ানটি অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইটে (Website: www.anagrasarkalyan.gov.in) পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়েবসাইটটি নিয়মিত দেখলে জানা যাবে। শংসাপত্রের ব্যাপারে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সর্বশেষ তালিকা এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার